বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪
উপজেলা পরিষদ

বাহুবল, হবিগঞ্জ।



উপদেষ্টা

জনাব গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ, এম পি
মাননীয় সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-১
সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব সৈয়দ খলিলুর রহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জনাব মোঃ ইয়াকুত আলী
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জনাব নিলুফার ইয়াসমিন
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

সম্পাদনায়

জনাব মহুয়া শারমিন ফাতেমা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

কারিগরী সহযোগিতায়

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহোরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএলআরএম), উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

ডিজাইন

চপল কান্ত দেব
উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

মুদ্রণে

সি কে প্রিন্টার্স, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

গ্রন্থস্বত্ব
উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৩



জনাব গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ, এম পি
মাননীয় সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ-১
সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

বাণী

আমার নির্বাচনী এলাকা হবিগঞ্জ-১ আসনের অন্তর্ভুক্ত বাহুবল উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২৩_২৪)প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। প্রকতপৃক্ষে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যতীত কোন উন্নয়ন কাজই সার্থকতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বাহুবল উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে এই প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

এক নদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ-কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে গ্রামীণ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা জরুরী । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গ্রাম বাংলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের আশা আকাংক্ষার সাথে মিল রেখে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুনরায় কার্যকর করেছে। উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যকর বিভাগসমূহকে একই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসলে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে। বাহুবল উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে সাফল্য লাভের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে স্বীকৃতি অর্জনে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং একই সাথে এর সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

এ ধরনের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগকে এবং প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জনাব গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ, এম পি)



জনাব সৈয়দ খলিলুর রহমান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বাহুবল,হবিগঞ্জ

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহেকার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকাণ্ডে পারদর্শী জাতি গঠনমূলক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরকর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক সেবা সরবরাহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ একটি জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মাইলফলক হতে পারে।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ এগিয়ে চলছে। এ ধরনের পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুষম উন্নয়ন চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা মাফিক সেবা সরবরাহের বড় বাধা। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে সম্পদ প্রবাহের নানাবিধ প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে।এপ্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানসহ দৃশ্যমান উন্নয়নও সহজ হবে।এ বিষয়টি উপলব্ধি করে এবং উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাহুবল উপজেলার ১ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি বাহুবল উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সাথে জড়িত উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও জন প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।একই সাথে এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(সৈয়দ খলিলুর রহমন)



মহুয়া শারমিন ফাতেমা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাহুবল, হবিগঞ্জ

বাণী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে।এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৩ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হয়েছে।এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

–

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আ ´সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাহুবল উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাহুবল উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ওবাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে বাহুবল উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষমবাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই বাহুবল একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মহুয়া শারমিন ফাতেমা)

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১ ভূমিকা	৫
২. উপজেলার পরিচিতি ও মানচিত্র	৬
৩. উপজেলার আ র্-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	৭-১১
৪. উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১২-২৩
৫. বাহুবল উপজেলার বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপ	২৪
৬. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৫-৪১
৭. রূপকল্প	৪২
৮. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৪২-৪৪
৯. উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৪৫-৫৭
১০.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৫৮
১১. উপজেলা প্রকল্প প্রস্তাবনা	৫৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১ঃ বাহুবল উপজেলার মানচিত্র	৬

ছকের তালিকা

ছক ১ ঃ উপজেলার বিভিন্ন আ র্-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	৭-১১
ছক ২ ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	১২-২৩
ছক ৩ ঃ বাহুবল উপজেলার বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপ	২৪
ছক ৪ ঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৫-৪১
ছক ৫ ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ	৪২-৪৪
ছক ৬ ঃ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ	৪৫-৫৭
ছক ৭ ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র	৫৮

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্তনাই এমন নতুন প্রকল্পেবাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেটবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। বাহুবল উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে। প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রনয়ন ডিসেম্বর'২২হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে জুলাই'২৩ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

বাহুবল উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলারপরিচিতি ও মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছেপ্রকল্প সারসংক্ষেপ ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আ´-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদেররূপকল্প, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতাবজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈতৃতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্টকরা হয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৬ এর রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে চারটি (০৪) খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল ।একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং প্রকল্প সারসংক্ষেপ তৈরী করেছে।। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলার করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র ১ঃ বাহুবল উপজেলার মানচিত্র

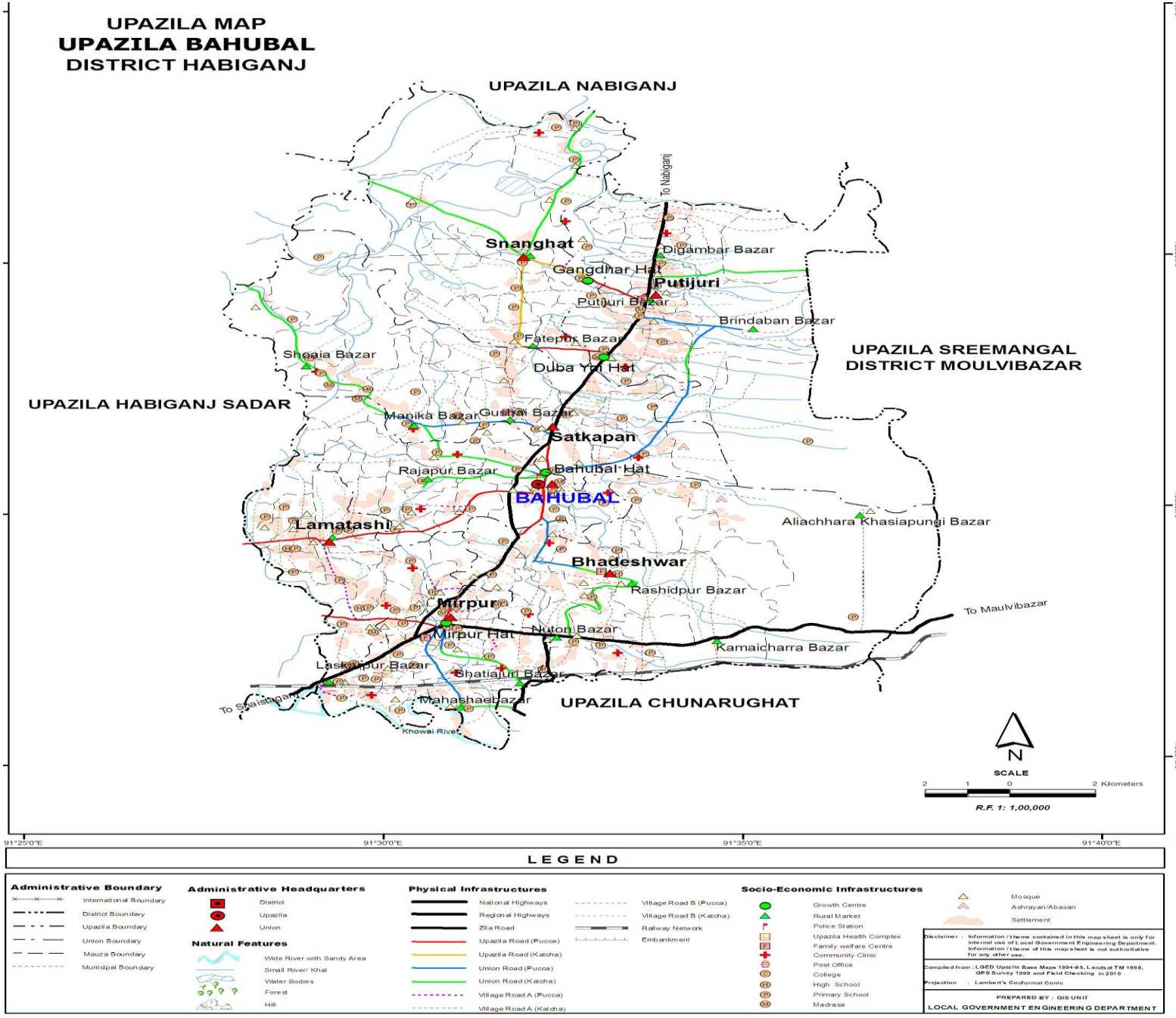

২.বাহুবল উপজেলার আ´-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হাল নাগাদ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১,হেলথ বুলেটিন বাহুবল, ২০১৯। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে বাহুবলের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক পরিকল্পনা এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আ´-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

বাহুবল উপজেলা আর্থসামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে দেখা শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ২৫.৯৮ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে।

ছক ১: বাহুবল উপজেলার বিভিন্ন আ´-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	বর্গ কি মি	২৫০.৬৬	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	০৭	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	গ্রাম	সংখ্যা	-	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মৌজা	সংখ্যা	৬৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৬৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	কিমি	২৫	গুগল ম্যাপ, ২০১৯
	উপজেলা ঘোষণার সাল	সাল	১৯৮৪	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন	১৯৭৯৯৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন	৯৮১০১	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	জন	৯৯৮৯৬	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	সংখ্যা	৫৮১৩৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন	৯৭০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	জন	১৯৯০০৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	জন	৪৬৩০৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	বৌদ্ধ	জন	১	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খ্রিস্টান	জন	১৯১	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	অন্যান্য	জন	৮৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১০১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	-	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	-	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্কুল এন্ড কলেজ	সংখ্যা	-	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কলেজ	সংখ্যা	০২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০৭-	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা	-০১	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	-	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	-	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এমপিওভুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা	০১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	-	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	সংখ্যা	-	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	২	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,	সংখ্যা	১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা	০৪	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা	৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ডাকঘর	সংখ্যা	৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা	৪৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯

	মন্দির	সংখ্যা	২৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা	৩	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	গুচ্ছগ্রাম	সংখ্যা	৪	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	মোট সড়ক	সংখ্যা	১৭৭	এলজিইডি, ২০১৯
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	কিমি	৬৮৯.৮৪	এলজিইডি, ২০১৯
	কাঁচা সড়ক	কিমি	৫৬৬.৮০	এলজিইডি, ২০১৯
	পাকা সড়ক	কিমি	১১২	এলজিইডি, ২০১৯
	এইচবিবি সড়ক	কিমি	১০.১৭	এলজিইডি, ২০১৯
	রেল লাইন	কিমি	২০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	রেলষ্টেশন	সংখ্যা	৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	১	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	জলমহাল	সংখ্যা	২	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	বনভূমি	একর	০	উপজেলা বন বিভাগ, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা	৭২	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	১০০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১০.৫	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৮৮	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	১৩০ (পদ সংখ্যা-)	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	জন	৩৬৫৪২	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	জন	৫৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত		১ঃ ৪০	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	২৪ টি	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ওয়াশ ব্লক আছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	৩৮	উপজেলা জনস্বাস্থ্য া অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	৯৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	১০৫২	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	জন	২১৪৫৪	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত		১ ঃ ২০	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	৭৪.৯৮	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	৮৮.১৭	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	৬৭.৮৬	উপজেলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার (উপজেলার ৬-১৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে)			
	প্রাথমিক পর্যায়ে (৬-১০ বছর বয়সী)	শতকরা	৮০.১	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দিনু মাধ্যমিক পর্যায়ে (১১-১৩ বছর বয়সী)	শতকরা	৮৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৪-১৫ বছর বয়সী)	শতকরা	৬৬.৫	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (১৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৪২.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সামগ্রিকভাবে উপস্থিতি (৬-১৮ বছর বয়সী)	শতকরা	৭৫.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৩৬.৪	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	৮,৯৬২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৮.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর সংখ্যা	জন	২,১২৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	৩৯.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৯,৭৩৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর হার	শতকরা	১৮.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি দুর্বল শিশুর সংখ্যা	জন	৪,৪৯৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	০- ৫ বছর এর কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার	জন	৩১ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	নবজাতকের মৃত্যুর হার -(০২৮ দিন)	জন	১৭ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯

	মাতৃমৃত্যুর হার	জন	১৩৬.১৬ (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলায় মোট ডেলিভারীর সংখ্যা (মে/১৮ হতে জুন/১৯)	সংখ্যা	৪,১২৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	অপ্রাতিষ্ঠানিক (বাড়ীতে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	২,২১৪	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	প্রাতিষ্ঠানিক(হাসপাতাল/ক্লিনিকে) ডেলিভারীর সংখ্যা	সংখ্যা	১,৯১১	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা	জন	৩৫৬	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৬,১১২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	১৪,০৬৯	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা	জন	২,০৩,৪১৭	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	জন	৬,৪৭২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প প কার্যালয়, ২০১৯
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার	শতকরা	৭৮.৭৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	২৪,৯৪০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৪২.৮	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবার	জন	১৭,৮০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৩০.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	৪৯০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারেরহার	শতকরা	৮.৪	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	১৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	০.৩	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	৫৭,১৪০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারেরহার	শতকরা	৯৮.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার	সংখ্যা	৩৫,৫৪৬	নেসকো, ২০১৯
কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	কর্মক্ষম জনসংখ্যা	জন	১,৪৩,১৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কৃষিখাতে যুক্ত	জন	৫৪,৯৬০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	শিল্পখাতে যুক্ত	জন	৩,৬৮০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	সেবাখাতে যুক্ত	জন	১১,২০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু দারিদ্রের হার	শতকরা	৩৫.২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু দারিদ্রের সংখ্যা	জন	৮৪৭৪৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু অতিদারিদ্রের হার	সংখ্যা	১৬.৬	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	মাথাপিছু অতিদরিদ্রের সংখ্যা	জন	৩৯,৯৮২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	সংখ্যা	১৪৬	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	কার্যকর সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৫২	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর			সংখ্যা
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	১৭০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা সমবায় কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২১০	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়(২০১৮-১৯)	জন	৩৮০	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	৬৪৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২৮০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০১৯
	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	জন	৭৫০	উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ২০১৯
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ			
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা	জন	১৯০২	উপজেলা প্র বা ক কার্যালয়,২০১৯
	ভিজিডি	জন	২১৩৬	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন	১৩৬০	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯

	বয়স্ক ভাতা	জন	১২২৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন	৭৩৫০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন	৪৭২৬	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	১৮০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	জন	৪১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	৫১	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯

উপজেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃক্ষুদ্রঋণেরত বিবরণ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের পরিমান

দপ্তর	জন	টাকা	
উপজেলা সমবায় কার্যালয়			উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়			উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	১৮	২,০৫,০০০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০১৯
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়			উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৮৩	১৯,৫০,০০০	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক			উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ২০১৯
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন			উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ২০১৯

অদ্যবধি সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের বিবরণ

দপ্তর	**ক্রমপুঞ্জিতঋণ বিতরণ (টাকা)**	**ঋণ আদায় (টাকা)**	**খেলাপি ঋণ (টাকা)**	**ঋণ খেলাপির সংখ্যা (জন)**
উপজেলা সমবায় কার্যালয়				
উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়				
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	১৪,৫৬,০০০	৫,১৮,২১৮	৯,৩৭,৭৮২	১৪০
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন				

কৃষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

নীট আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর)ঃ ২৪১৩.৪২ হেক্টর

কৃষক পরিবারের সংখ্যা ঃ২৫০০৭ টি

ফসল/ অর্থবছর	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪	
	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
বোরো	১২৪৯০	৫১৪৬০	১২৬০২	৫২২১৮	১২৮৪৫	৫৩৬৮৩	১৩১৬০	৫৬৭৮১	১২৮৯০	৫৬৪৭৫
আউশ	৪১৫	১১৫৮	৪১৬	১১৮৮	৪৪০	১৪০৫	৪৪৫	১৪১৮	৮৭০	--
আমন	১৪৯৯৩	৪৪৭৪৩	১৫৪৯৫	৪৮০২০	১৭০৬৫	৪৯৫২২	১৬৬৭৫	৪৭৫২৪	১৭০২৫	৫১৬০৭
ভুট্টা (র+খ)	১৯৯৫	১৮১৫৫	২২০৫	১৮৫৪১	৩১৬৭	৩৩২৩৪	৩৮৬৭	৩৫৮৮৮	৫১২০	--
গম	১৬৭	৪৬৮	১৬৮	৪৯৭	১৭০	৫৫২	১৬৫	৫৭৮	১৭০	
পাট	৬২০	১১৯৫	৬০৪	১১৬৭	৬২৫	১১৮১	৬৩৫	১২৫৪	৩২০	
তামাক	১২৫০	২৬৮৭	১০০৫	২১৬০	১০৭০	২৩২৩	৮৭০	১৮৭০	১৫৫০	৩৬৫৬
সরিষা	২৭০	৩৫৩	৩২৪	৪৪৪	২৮০	৩৪২	২৯৪	৩২৩	২৯৫	৪৩৮
চীনাবাদাম	৫২৫	১১৩৪	৫৪৮	১১২৯	৪৩৮	৯১১	৪৫০	৯৩৫	৮২৫	-
আলু	৮০০	৯৯৫৯	৮০০	১৪৭১০	৫১৫	৯৪৬৯	৭৪৫	২০২৭৫	৭৭০	২২১১৬
মুগডাল	১৩	১৭	১২	১৫	০৮	১০	০৯	১১	১০	-
মসুর	৩	৪	২	৩	১৫	২৮	০২	০৩	২	৩
পেঁয়াজ	৫৯	১০০৫	১০৩	১৭৬২	১০৫	১৭৯৫	১৬০	২৯৫৫	২০০	২০৮৮
রসুন	৪৭	৭৩৫	৭০	১০৯৮	৭৫	১১৭৭	৮০	১২৮০	৯০	৭৬৫

আদা	৫৬	৮০৬	৫৫	৭৭০	৫৫	১১৩৮	৫৫	১১৩৮	৭০	১১৬২
হলুদ	৭৮	৯৫৯	৭৭	৯৫১	৭৭	১৩৪২	৬৫	১১৩৩	৭৫	১৩৭০
ধনিয়া	২২	২৮	২০	২৬	২৫	৩৩	২৫	৩৫	২৫	২৭
মরিচ	৪৭	৩৬০	৬৫	৪৯৬	৫০	৩৮৭	৭০	৪২২	৭৫	৫৬০
পানিকচু	৪০	৮৬৪	৪০	৭২০	২০	৩৬০	২০	৩৬২	২০	-
মুখীকচু	৪৫	৫৬৭	৪৫	১০৪৪	৩৫	৮৫০	৩৭	৮৫৫	৫০	-
শাকসবজি (রবি+খরি.)	১০২৮	১৩২৮৫	১০৯৫	১৪১৫১	১৩৪৭	২২১৪৪	১২৫২	২৩৪৫০	১৫৮০	২৯৭০০ সম্ভাব্য

মৎস্য বিষয়ক তথ্য

মাছের চাহিদাঃ ৪৬৫০ মেট্রিক টন (২০২১-২২)	মাছের উৎপাদন ঃ ৪৪৮৫ মেট্রিক টন (২০২২-২৩)	মৎস্য চাষির সংখ্যাঃ ৩৫৬০ জন (২০২৩-২৪)

৩. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। । পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায় ।তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতাথেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষা)। কোন্ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন্ লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন- সেটা জানতে হবে। কোন্ উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন্ পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দা কথা হলো, বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্তকরা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ১ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা য়ীঅনুযাসুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

বাহুবল উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধানকরেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহেরঅবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধাঅপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার ২০০০ এর মত দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওতায় নেই। শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণেউন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্ে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকরবিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়নকালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৬ এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কে অনুসরণ করেছে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহেরসবচেয়ে গুরুতর সমস্যা সমাধানে করণীয় বিয়য়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এই অর্থবছরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৭ হাজার রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আগত ১৭ হাজার রোগী রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র,চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ওটি রুমের যন্ত্রপাতি

				৩। মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আসার জন্য পর্যাপ্ত এ্যাম্বুলেন্স নেই। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৫। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও বাইরে কোন টয়লেট নাই ৭। হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।			প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। হাসপাতালের বাইরে একটি টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে ।
স্বাস্থ্য	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	২টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ০০ কমিউনিটি ক্লিনিক	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। মাঠ পর্যায় থেকে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহন নেই ৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কার্যক্রম নেই	৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ১টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২। ৩টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গুকোমিটার, বিপি মেশিন, যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে

পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলাধীন ৭টি ইউনিয়নের ২৭টি ওয়ার্ডে।	উপজেলার ২৭২৩ জন সক্ষম দম্পতি (রিপোর্ট এমআইএস - এপ্রিল,১৯ অনুযায়ী) এর মধ্যে মোট ২১৫৪ জন গর্ভবতী।	১। বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত দাই নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২।উপজেলার গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র সমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারি চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত দাই নার্সের অভাব।	১। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৮০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ২।	আনুমানিক ১০,৭৭০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী বছরে ০৮ টি অবহিতকরন ক্যাম্পেইন/ উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে । ২। ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারি চালু করার জন্য মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবারসমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৭ টি পরিবার টি দরিদ্র পরিবার।	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু কর যায় নাই।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৭ টি পরিবার টি দরিদ্র পরিবার।	১। প্রতিটি স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য কিছু মৌলিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, ওষুধ ও নাস্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবারসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলায় প্রায় ২৫১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন পরিবার ও ২৯৫৪ টি পরিবারে নলকূপবিহীন। ১০৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসা	১।আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবারসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২।দরিদ্র পরিবার সমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র পরিবারসমূহ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না। ৪। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভাব রয়েছে।	১।জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর অনির্দিষ্ট সংখ্যক নলকূপ প্রদান করা হয়। ৩। এচঝ/ঘঘএচঝ -১ প্রকল্পের আওতায় ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং ১৬ টি বিদ্যালয়ে নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।	৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিনবিহীন থাকবে নলকূপবিহীন ২৯৫৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার হতে বঞ্চিত হবে। ০৬২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ওয়াশ ব-ক থাকবে না।	১। উপজেলায় ১০০০ টি ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে ২। নলকূপ বিহীন ১০০ পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে । ৩। ৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে ।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা	২০০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩।ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই। ৪।বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।	০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসায় দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট থাকবে	১। ০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, করা যেতে পারে । ২। ০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে বেঞ্চ, ও ১ টি কলেজে আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৬টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীর মাঝে সাইকেল প্রদান করা যেতে পারে।

				৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ।			৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিরোধী ৮ টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম।	অত্র উপজেলার ৩টি বিদ্যালয়, ৭টি মাদ্রাসা, ২টি কলেজ	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান, এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই	৩০ জন শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও ৬ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারণা কমে যাবে।	১। ০৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষকদের বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১০১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। উপজেলার ২৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।	১। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২১ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে এবং ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে। ২। পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। স্লিপ এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ১৬৬ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে । ৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১। ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ২। ১০ টি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ২টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। ২৮টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

					৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৪। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। ৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়। ৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩৮ টি বিদ্যালয়ের ৭২ টি ওয়াশ ব-কের রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।		

কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃ উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	৪৭,০০৭ টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারণা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপা (পাওয়ার টিলার ট্রান্সপ্যান্টার ,রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃ পাচ্ছে	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক ( ) ঈড়সঢ়ধপঃ আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক ( ) ঈড়সঢ়ধপঃ আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মোট ৫০৫ জন কৃষকের	৩৪, ৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ১২০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

					মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, ৪। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিরুপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদে ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) বিতরণ করা হবে। ৬। সিলেট বিভাগ কৃষি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।		
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন গবাদি পশুর রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।	২ হাজার পরিবারের পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাধিক দেশি	১।গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ, ছাগন ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী	উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তর হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগ কবুতরের রানীক্ষেত রোগের	২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী, হাঁস কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ১ কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	১। উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের প্রতিষেধক প্রদান করা যেতে পারে ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশি মুরগী হাঁস ও কবুতরের টিক প্রদানের জন্য ২৫ জন টিকা কর্মীর প্রশিক্ষন ও প্রতিষেধক

			মুরগী,কবুতর ও হাঁস ।	মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।		সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস্য চাষী ।	১। পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যা এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২। ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১। "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস চাষ ও প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" মাধ্যমে বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আনুমানি ১০২ জন মৎস্য চাষিকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রদান করা হচ্ছে। ২। "জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প" মাধ্যে ৯টি জলাশয় (৫.৮২ হেক্টর) সংস্কার করা হচ্ছে।	৩০৫০ জন মৎস চাষিকে প্রশিক্ষণ পাবে না	১। মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে ।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে অবকাঠামো ও আসবাবপত্র সমস্যার কারনে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও ব-ক বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	৭৩০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১।জলাবদ্ধতা দূরীকরণে উপাজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের পাশে ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে।

				৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকার কারনে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।			
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৭.৫৭ কিমি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক গ্রামীণ সড়ক কাঁচা ১২৫.৪৯ কিমি পাকা সড়ক মেরামত প্রয়োজন	১। উপজেলার ৭.৫৭ কিমি (১২ টি) উপজেলা সড়ক ৮৫.৩২ কিমি (২৫ টি) ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি কিমি (১৬২ টি) গ্রামীণ সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২।উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইড ওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে ।	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ৩ (ওজওউচ-৩) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। রংপুর বিভাগ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - ২ (জউজওওচ-২) এর মাধ্যমে আনুমানিক ৩০ কিমি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (এঙইগ) এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কিমি সড়ক সংস্কার করা হবে। রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (জঈওচ) এর আওতায় ১৯ কিমি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে। নবিডেপ প্রকল্পের আওতায় ৯ কিমি সড়ক সংস্কারের কাজ	৪০৭ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে	১। ৮০০ মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে । ২। ৮০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ড্রেন নির্মাণ করা যেতে পারে । ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২টি কার্লভাট করা যেতে পারে ।

					চলমান আছে। উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টএঞগওউচ) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে। রংপুর বিভাগ কৃষি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে।		
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	আশ্রয়ন প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প।	১০০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবারসমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক পরিবার ব্যরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ৩। ব্যারাকসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা, ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংকটের কারনে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে গেছে।	কার্যক্রম নেই	১০০ পরিবার ঋণখেলাপি হয়ে যাবে।	১। ২ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ণে বসবাসরত ১০০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পাওে এবং তারপর সমবায় দপ্তর হতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে
সমবায়	উপজেলা সমবায় কার্যালয় হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই	নিবন্ধিত ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ হাজার (দশ) হাজার সদস্য	১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চালা, বারান্দা ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
							১। জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য

	বিঘ্নিত হচ্ছে।	পরিষদ,		অবকাঠামো			অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন এবং ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।	উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়ন	৪০০০ জন ঋণ প্রহীতা	১। গৃহীত ঋণের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ২। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্রম নেই	৪০০০ জন ঋণ প্রহীতা	১। উপজেলা পরিষদ ৪০০০ জন ঋণ গ্রহীতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকাল ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রান সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল জনগণ	১। মশক নিধনে ০৯টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে, সম্পদ চিহ্নিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উপজেলা পরিষদ তার সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্প ঐ আর্থিক বছরে বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% ।এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে থাকা উন্নয়ন তহবিলের উৎস হচ্ছে নিম্নোক্ত

১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)
২) বিশেষ অনুদান
৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ

বাহুবল উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রস্তুতিতে আর্থিক প্রক্ষেপণ ও উক্ত বছরের বাজেট প্রাক্কলনের জন্য, নিম্নোক্ত "বাজেটের সার-সংক্ষেপ ২০২৩-২৪")ছক ৩)ব্যবহার করেছে।

ছক ৩: উপজেলার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩	চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৪-২০২৫ (সম্ভাব্য)
অংশ- ১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব অনুদান (সরকারি মঞ্জুরী)	২১৯৭২৮৪৬.০০	১৮২৮৩৪২৪.০০	২১৮৪০০০০.০০
	মোট প্রাপ্তি	২১৯৭২৮৪৬.০০	১৮২৮৩৪২৪.০০	২১৮৪০০০০.০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৬৫৪০৯৮৭.০০	৫১৮১১৭৭.০০	৭৯২৩০০০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)	(+) ১৫৪৩১৮৫৯.০০	(+) ১৩১০২২৪৭.০০	(+) ১৩৯১৭০০০.০০
অংশ- ২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১৬০৫৫১০৯.০০	**২২৯৩০৬৭৪.০০**	২২৭৯২০১৪.০০
	অন্যান্য অনুদান	০০	০০	৫০০০০০০.০০
	মোট (খ)	১৬০৫৫১০৯.০০	২২৯৩০৬৭৪.০০	২৭৭৯২০১৪.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৩১৪৮৬৯৬৮.০০	৩৬০৩২৯২১.০০	৪১৭০৯০১৪.০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয় (সংরক্ষিতসহ)	১৬০৫৫১০৯.০০	২২৯৩০৬৭৪.০০	২৭৭৯২০১৪.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(+)১৫৪৩১৮৫৯.০০	(+) ১৩১০২২৪৭.০০	(+) ১৩৯১৭০০০.০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	১৫৪৩১৮৫.০০	১৩১০২৩৩.০০	১৩৯১৭০০.০০
	সমাপ্তি জের	১৬৯৭৫০৪৪.০০	১৪৪১২৪৮০.০০	১৫৩০৮৭০০.০০

৫. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সায়ুজ্য(Sznergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ তার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম হালনাগাদ করবে এতে করে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে।

বাহুবল উপজেলা তার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়নকালে উপজেলায় ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত দুইবছরের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের কথাউল্লেখ করেছে। বাহুবল উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের অনেক বরাদ্দ প্রদান করে।

ছক ৪: উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়ন নাম	প্রকল্পে মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৭-১৮	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০১৮-১৯
		জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (চউউচ ৩/ ৪)	উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবে নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অ র্থ বছরে ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারন অনুমোদিত হয়েছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	০০	--
		২০১৯-২০ অ র্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি ৩ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।			৫,০০,০০০	৫০,০০,০০০
		২০১৮-১৯ অ র্থ বছরে পিইডিপি ৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।			০০	৩৯,৬০,০০০

		২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিইডিপি ৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।			৪০,৫৪,০০০	০০
		পিইডিপি ৩ এর আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫৮ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।			২৬,৯৩,৯৩০	০০
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প - ১ (ঘইওউএচঝ -১)	উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবে নিশ্চিতকরণ । এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	৫০,৬০,৫০০	৮০,৮৩,৫৪২
শিক্ষা	চাহিদা ভিত্তিক নুতন জাতীয়করনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প -১ (ঘইওউঘঘ এচঝ১))	উপজেলার সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বড় ধরনের সংস্কার, ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৪ টি বিদ্যালয়ের ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	০০	১৬,০১,৮,১৬৩
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	০০	২৮,৫০,০০০
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী	২,৫৯,১৩,৪০০	২,৫৯,১৩,৪০০
শিক্ষা	ঝপযড়ড়ষ খবাবষ ওসঢ়ষবসবহঃ ধঃরড়হ চষধহ (ঝখওচ)	উপজেলার সকল ২৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে ।	উপজেলার ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচী	৬৬,০০,০০০	৮৮,৩০,০০০
শিক্ষা	খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১০ টি স প্রা বিদ্যালয়		০০	০০
শিক্ষা	সোলার প্যানেল স্থাপন	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ নেই এমন ১৮ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য চাহিদা	উপজেলার ১৮ টি স		০০	০০

অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টএঃগওউচ)	উপজেলা শহর (পৌরসভা নেই) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টএঃগওউচ) এর আওতায় সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	উপজেলা	২০১৮-২০২২	--	--
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/-(এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪১টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৮৪,৪৯,২২২ ও ২৮৩.৩৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য	৩৭১.৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর (টি আর/ কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার স্থাপন করা হয় । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত ৮২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,০৬,৯৮,১২৭	২,২৮,১৫,৮৭১
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩২ টি প্রকল্প এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট ১৯৫২ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে ।	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৩১,৭৭,৮১২	৩,২৮,৭৩,৪৩৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টিআর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে পিছিয়ে পরা গ্রামীন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক	উপজেলার ৭ টি ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৩১,৪১,২৭৯	১,০০,৪৬,০০৪

		প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে ।এ কর্মসুচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। টি আর প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০৫ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মা করা হচ্ছে।		চলমান কর্মসূচী	০০	১,৪৪,৭৭,৭৩৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/ কার্লভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	৬৪,৭৯,২৭৬	২,০৮,৯৪,৪৮৯
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচাবিব করণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।২০১৯-২০ অর্থবছরে এইচবিবি করার জন্য ২,১৫,১২,০০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।		চলমান কর্মসূচী	১,১৩,৯৯,৩৫০	৬৪,৯২,৪৭৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।		চলমান কর্মসূচী	৪৩৫.৯৭ মেট্রিক টন	১৯৩.৭৭ মেট্রিক টন
জনস্বাস্থ্য	১.পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২.সীট মহল প্রকল্প ৩.অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৫. পিইডিপি-৩/৪ প্রকল্প	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানির কভারেজ ৯৪.৯২% এ পৌছে গেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প অত্র এলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রিরা বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৮.৬৩% এ পৌছে গেছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১৫ সাল হতে চলমান ১. ২০১৭ সাল হতে চলমান ৩. ২০১৮ সাল হতে চলমান ৪. ২০০৩ সাল হতে চলমান ৫. ২০১৩ সাল হতে চলমান	১,২৩,৩৪,৩৩৩	২,১২,৪২,২৭৩
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প	উপজেলার ৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৭,৮৭,২০০	৯০,০০,০০০
স্বাস্থ্য	ই পি আই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুদের পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,০৭,১৪০	৩,১৬,০০০

পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন (উপজেলার ৭২টি ওয়ার্ডে ৫২টি স্যাটেলাইট চালু রয়েছে।)	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। (১) গর্ভবতী মায়ের অঘঈ ও চঘঈ সেবা নিশ্চিত করণ; (২) নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ; (৩) শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ; (৪) কিশোর - কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ; (৫) স্বল্পমূল্যে ডায়াবেটিকস রোগী সনাক্তকরণ; (৬) স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং সনাক্তকরণ। (৭) বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয়। (৮) অন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্চিত করণ। (৯) পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	টঐঋডঈ গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	উপজেলাধীন ০৮টি ইউনিয়নের প্রতিটি গর্ভবতী মা। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের (১) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে। (২) মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ক সম্ভব হবে। (৩) প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--
পরিবার পরিকল্পনা	গ্রাম/ওয়ার্ড/ পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পাদন।	সকল মহিলা, কিশোর- কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এর ফলে (১) বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। (২) পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে; (৩) মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৪) পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে; (৫) প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২২ সাল হতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।	--	--

		ব্লক বাটিক ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে কালীগঞ্জ উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে।				
কৃষি	চাষী পর্যায়ে পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলে মোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা পূরণ হবে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৪,৫৬,৬০০	০০
কৃষি	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি দলে মোট ৩২ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে মাধ্যমে ব্লক (ঈড়সঢ়ধপঃ) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করবে। পাশাপাশি মৌ পালনের মাধ্যমে ২ টন মধু উৎপাদন করা হবে। অত্র এলাকায় উল্লিখিত ফসলসমূহের বীজের চাহিদা এবং পুষ্টির চাহিদা পূর হবে।	উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন	২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৮২,৭৩০	০০
কৃষি	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্প	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ প্রকল্পটি ২০১৮-১৯ হতে এই নামে চলমান আছে।		২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৯৬,৬৩০
কৃষি	সমান্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৮টি কৃষক দলে মো ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসা		২০১৪-১৫ হতে	৫,৫৪,০০০	৫,৪৭,৫০০

	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা নিরুপণ করা।		২০১৮-১৯		
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় পর্যায়) প্রকল্প	বরাদ্দমাফিক অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত কৃষকদের ৫০% উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ কর হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।		২০১১-১১ হতে ২০১৮-১৯	১,৬৯,৭০০	৯৭৭৫০
কৃষি	কৃষ আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষ আবহাওয়া তথ্যবিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন		২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২	০০	১০,০০০
কৃষি	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প	ইউনিয়ন কৃষক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫০০০ জন কৃষককে দ্রুত কৃ সেবা প্রদান করা যাবে।		২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০
কৃষি	ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (জিওবি ও আরপিও)	এই প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলে মাধ্যমে ১৩৭৫ জন কৃষক/কৃষাণী কে কৃ জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।		২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮	৭,৪৬,২৫২	২,৯১,০০০
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃ প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, শস্য বহুমুখীকরণ করা, উচ্চমূল্যের ফস আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।		২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩	০০	১৭,৯১,২৫০
কৃষি	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের	রংপুর বিভাগ কৃষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০০ মিটার সেচ নালা পাকা করা হবে।		২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	০০	১,৬৬,৫০০
প্রাণিসম্পদ	কৃষিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারন ও ভ্রণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগনের আমিষের চাহিদা পূরন করার লক্ষে সৃষ্টি।		জানু/২০১৬ ডিসেম্বর/২০২০	৭৮,০০০	০০
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ সালে ৫ দিন ব্যাপী ও ২০১৮-১৯ সালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।		২০১২-২০১৯	৫৩,০০০	২৮,৮০০
প্রাণিসম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।		২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪	০০	০০

প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
প্রাণিসম্পদ	খরাবংঃড়পশ ধহফ উধরৎু উবাবষড়ঢ়সব হঃ চৎড়লবপঃ	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী , মৎস্য জীবি , মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৯.৯৬,৬০০	৭,৮৩,৬০০
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্ঠি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	জুলাই ২০১৫ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল ৫ বছর	৫২,০০,০০০	৫৫,৩৪,০০০
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর(পুরুষ) এবং ৬২ বছর(মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত । বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২,২৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬,৯৫,৩৪,০০০	৭,৩৫,০০,০০০
সমাজসেবা		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(ছয়শত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৯২,৯২,০০০	৪,৪১,০০,০০০
সমাজসেবা		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৪৫,৭৪,৪০০	৩,৯৬,৯৮,৪০০

		৪,৭২৬ জন। বর্তমানে একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ(বয়স্ক) ভাতা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় ৪১ জন ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৪৪,০০০	২,৪৬,০০০
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৩১৯(তিনশত উনিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পাবেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩,৮২,৮০,০০০	৩,৮২,৮০,০০০
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচ	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলা মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১১,৪২,৪০০	১১,৪২,৪০০
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মোট ৫১ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৭৩,৫০০	৪,৭৮,৮০০
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগনের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা -ঃ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০-৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫,০০,০০০	১৯,৫০,০০০
সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১০,০০০	১০,০০০
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০৪ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম শিশু মাসিক ১০০০/(এক হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায়		চলমান কর্মসূচী	১১,৮৮,০০০	১১,৮৮,০০০

		মোট ৯৯ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।				
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও ছায়াপথ কর্তৃকওএম প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য	২,৯৬,০০০ ৭৬৮.৯৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য
মহিলা বিষয়ক	দারিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	অত্র উপজেলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৬০ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও পারিবারিক আয় উন্নয়ন সংস্থা (ঋওউঅ) কর্তৃক ওএম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৬৪,৮০,০০০	১,৩২,২৮,৪০০
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডএঞঈ)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১২০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪,৬০,০০০	৭,৮০,০০০
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, গরীব, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা , যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং ব্লক বাটিক ০২ টি ট্রেডে ৪০(চল্লিশ) জন প্রশিক্ষনার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান সহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	জানুয়ারি '১৭-ডিসেম্বর' ১৯	৪,৬১,৬০৯	৯,৬০,০০০
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের বাৎসরিক অনুদানপ্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৩.০৫,০০০	২,৭৫,০০০

৬. রূপকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র।এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৬ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ ৪টি খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে।

" বাহুবল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশও জনগণের সুস্বাস্থ্যনিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

৭. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

বাহুবল উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে তার লক্ষ্য ও অভিষ্ঠ নির্ধারণ করেছে যাতে উক্ত বছরে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভবহবে। এক্ষেত্রে উপজেলার রূপকল্প এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যসমূহ, বার্ষিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য (এড়ধষ), উদ্দেশ্য (ঙনলবপঃরাব) এবং অভিষ্ট(ঞধৎমবঃ) নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা পালনকরেছে। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারেউপজেলা পরিষদ তার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করেছে।

উপজেলা পরিষদ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৪টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, বিশেষতঃ শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও বেঞ্চ প্রদানে গুরুত্বারোপ করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত কল্পে ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করারপদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রহণ নিশ্চিতকরন ও ১টি ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো।একই সাথে উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জনের লক্ষ্যে ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারসমূহকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও নলকূপ প্রদান করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায়বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এছাড়া বছর শেষে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেসবজিচাষিদের প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষি ও পশুপালনকারিদের জন্য উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ছক ৫ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশসৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।	শিক্ষা	০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা।	উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার আনুমানিক১১,০০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত হবে।
			২৫টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪৫০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বসার অসুবিধা দূর হবেএবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

			৪৫ ২৮ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা।	
			৩০ ০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১ টি মাদ্রাসার শিক্ষকগন ইংরেজীর উপর প্রশিক্ষিত করা।	বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত হবে।
			৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতেস্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ ছাত্রীর বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত হবে।
			মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে সাইকেল প্রদান।	৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে।
			মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৮ টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা।	৮টি বিদ্যালয়ের আনুমানিক ৪০০০ ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ রোধে সহায়ক হবে ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে।
			বিদ্যুতবিহীন ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা।	২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০০ শিক্ষার্থীর ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষা গহণ নিশ্চিত হবে।
			১০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে।
২	জনগণের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ও পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জেনারেটর, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ৪০ টি নেবুলাইজার মেশিন ও ৪০ সেট ওয়েটিং চেয়ার প্রদান করা হবে।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে আগত রোগীদের বসার অসুবিধা দূর হবে এব মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে ।
			১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধানিশ্চিত করা হবে।	১টি ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুকযোবে।
			প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			১০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	১০০০ পরিবার স্বাস্যসম্মত স্যানিটেশন ও ১০০ পরিবারে নিরাপদ পানি ব্যবহার করবে।
			১০০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	

৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	৮০০ মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে। সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে৫০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ৩০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে। উপজেলার জনগণের চাহিদামাফিক ৬টি সামাজিক-সাংস্কৃতিকও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা	উপজেলার ৩০ হাজার অধিবাসীর বিভিন্ন পরিসেবাগুলোতে প্রবেশগম্যতা সহজতর হবে।
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন।	কৃষি মৎস্য প্রানীসম্পদ	উপজেলার ১২০ জন সবজিচাষীকে জৈব সারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উপজেলার ১০০ জন মৎস্যচাষি কে উপকরণ প্রদান করা হবে। উপজেলার গবাদিপশুপাখিকে ৫০ হাজার ডোজ কৃমিনাশক ঔষধ, প্রদান করা হবে।	উপজেলায় সবজি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ৫০ হাজার গবাদিপশুর কৃমিরোগ কমে যাবে।

৮. প্রকল্প সারসংক্ষেপ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাঁদের রূপকল্প,বার্ষিক লক্ষ্য, এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ এক নজরে আগামী বছরের বাস্তবায়নযোগ্য ও অগ্রাধিকারমূলক সকল প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। প্রকল্প সার সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান, বিবরণ, প্রত্যাশিত উপকারভোগী, ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয় যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। বাহুবল উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ প্রণয়নে খাত ও অর্থায়নের উৎস ভিত্তিক প্রকল্প সার সংক্ষেপ তৈরী করেছে যেখানে প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন খাতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

ছক ৬ ঃ উপজেলা প্রকল্প সারসংক্ষেপ

১	৭টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান	ছাত্র-ছাত্রীগণ খেলাধুলা করার সুযোগ পাবে	বিভিন্ন ধরনের খেলার উপকরণ(ফুটবল,ভলিবল,ব্যাডমিন্টন, ইত্যাদি খেলার উপকরণ)	১৩০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	১/৭/২০২৩	৩০/৬/২০২৪	উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩ লক্ষ	এডাপ	উপজেলা পরিষদ	৩
২	৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসাতে ১৮০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ করন।	ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসার অসুবিধা দূর হবে	১৮০ জোড়া বেঞ্চ	২০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯ লক্ষ	এডাপ	উপজেলা পরিষদ	২
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান	ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসার অসুবিধা দূর হবে	২০০ জোড়া বেঞ্চ	৩৫০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১০ লক্ষ	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	উপজেলা পরিষদ	২
৪	রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও শিশু নিকেতনে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র প্রদান।	ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসার অসুবিধা দূর হবে	১৬০ জোড়া বেঞ্চ	১৬০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮ লক্ষ	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	উপজেলা পরিষদ	২
৫	দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীর মাঝে সাইকেল প্রদান	দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আগমন সহজতর হবে	৫০ টি সাইকেল	৫০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫ লক্ষ	এডাপ	উপজেলা পরিষদ	৪
৬	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	ছাত্র-ছাত্রীরা ডিজিটাল কন্টেন্টের পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে।	২ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	২ লক্ষ	এডাপ	উপজেলা পরিষদ	৫

৭	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও ব্যাক্তির মাঝে হুইলচেয়ার ও এসিস্টিভ ডিভাইস বিতরণ	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আগমন নিশ্চিত হবে	১৬ টি হুইলচেয়ার ও এসিস্টিভ ডিভাইস	১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ব্যাক্তি	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১ লক্ষ	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	উপজেলা পরিষদ	৪
৮	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষকদের ইংরেজী বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ।	ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষণ এর সুযোগ পাবে	৩০ জন শিক্ষক	১৪,৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়	১.১৮ লক্ষ	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ	৬
৯	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ।	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালী হবে	১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন সদস্য	৩০০০ ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়	১.৪১ লক্ষ	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ	৬
১০	কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ।	ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসার অসুবিধা দূর হবে		৩৯৮ জন ছাত্রী	শিক্ষা	ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা পরিষদ	৭
১১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ একটি জেনারেটর ক্রয়।	রোগীদের নির্বিঘ্নে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে	১টি জেনারেটর	১৭,০০০ হাজার রোগী	স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮ লক্ষ	ইডাজাডাপ	উপজেলা পরিষদ	১০
১২	বিভিন্ন রাস্তার ধারে সোলার লাইট স্থাপন	নির্বিঘ্নে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে	১০০টি সোলার লাইট	১ লক্ষ অধিবাসী	এলজিইডি	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৫ লক্ষ	ইডাজাডাপ	উপজেলা পরিষদ	৯
১৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহকরণ	শিক্ষার্থীদের বসার অসুবিধা দূর হবে।	৩০০ সেট বেঞ্চ	১০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৫ লক্ষ	ইডাজাডাপ	উপজেলা পরিষদ	৪

১৪	পশুপাখিদের জন্য ভ্যাক্সিন ক্রয়।	গবাদিপশু-পাখির রোগবালাই দূর হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	৫০ হাজার ডোজ	গবাদিপশু পালনকারি	প্রাণীসম্পদ	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা পরিষদ	১৮
১৫	দরিদ্র মৎস্য চাষিদের মাঝে পিলেট মেশিন ও এরেটর প্রদান।	মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে	২০০ মৎস্য চাষি	২০০ মৎস্য চাষি	মৎস্য	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা পরিষদ	১৮
১৬	ফগার মেশিন ক্রয়	ডেঙ্গু মশা নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যাবে	৯টি	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা পরিষদ প্রকৌশল অধিদপ্তর	১ লক্ষ	উপজেলার নিজস্ব ফান্ড	উপজেলা পরিষদ	২০
১৭	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন।	মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ রোধ পাবে	৮টি	২.৫ লক্ষ অধিবাসী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন			উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	১.৭৯ লক্ষ	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ	১৯
আতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাস্তবায়নতব্য প্রকল্প													

৯. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা:

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং ইউএনও এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবে । প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার জন্য পেশ করবে ।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প/ স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সুচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে । পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ।

সারণী ৭ : বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	২০২২	২০২৩
মম	বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক পর্িকল্পনা অনুজমাদন	
জুন	বর্মানি বার্ষিক পর্িকল্পনা অনুজমাদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পসমূজেি পর্িবীক্ষন	
আগষ্ট		
মসজেম্বি		
অজটাবি		
নজেম্বি	১ম ত্রৈমার্সক পর্িবীক্ষন প্রর্জবদন	
র্িজসম্বি		
েোনুয়ার্ি		
মেব্রুয়ার্ি	২য় ত্রৈমার্সক পর্িবীক্ষন প্রর্জবদন	পিবর্ী বার্ষিক পর্িকল্পনাি েন্য প্রজ াতেনীয় এমন উন্নয়ন প্রকল্প সনাক্ত কিন এবং অগ্রার্িকাি প্রদান
মার্ি		বার্ষিক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি েন্য প্রকল্প র্াচাই প্রস্তর্ এবং উপজেলা পর্িষজদ েোমা
এপ্রিল		নতুন প্রকল্পসমূজেি র্বস্তার্িি পর্িকল্পনা এবং ব্যয় প্রাক্কলন
মম	৩য় ত্রৈমার্সক পর্িবীক্ষন প্রর্জবদন	বার্ষিক বাজেট এবং বার্ষিক পর্িকল্পনা অনুজমাদন
জুন		
জুলাই	বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রর্জবদন	নতুন বার্ষিক পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পর্িবীক্ষন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত, কারণ বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। প্রতিবছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিকপরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পাদন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

১০.উপজেলা প্রকল্প প্রস্তাবনা

১. প্রকল্পের নাম: মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নে কৃষক-কৃষাণীদের জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

২. বাস্তবায়নকারি সংস্থা: উপজেলা কৃষি বিভাগ, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

৩. ধরণ ও উদ্দেশ্য:সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।

৪. গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা: বাহুবল উপজেলার কৃষিজমির জৈব উপাদানের পরিমান কমে যাচ্ছে বিধায় উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।এর অন্যতম কারণ হচ্ছে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব। জৈব সার ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৫. মোট ব্যয়: ১,৬৭,৫৬২ /=

৬. প্রাক্কলিত মোট ব্যয়সহ খাতওয়ারি ব্যয়:

ক. প্রশিক্ষণ ও যাতায়ত ভাতা ঃ	৭৮,০০০/=
খ. রিসোর্স পার্সন সম্মানী ঃ	১২,৮০০/=
গ. কোর্স কোঅরডিনেটর সম্মানী ঃ	৪,০০০/=
ঘ. খাবারঃ	৫১,১৭০/=
ঙ. পরিস্কার-পরিচ্ছনতা ঃ	৮০০/=
চ. উপকরন ও অন্যান্য ঃ	২০,৭৯২/=

৭. বাস্তবায়নের সময়কাল:

ক. শুরুর তারিখ: নভেম্বর'২৩

খ. শেষ হওয়ার তারিখ: জানুয়ারী'২৪

৮. প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থান: উপজেলা কৃষি অফিস, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

৯. তহবিলের উৎস:

ক. অন্যান্য /ইউজিডিপি

১০. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া: প্রকল্প কমিটি

১১. প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ

ক. দক্ষ

১২. প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদনের পরে প্রত্যাশিত যে সকল সুফল পাওয়া যাবে:
১। মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন

২। রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে ৩। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্ম হিসেবে গ্রহণ

১৩. রক্ষানাবেক্ষনের আয়োজন: প্রযোজ্য নয়

১৪. কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক উপজেলায় বাস্তবায়িত একই ধরণের প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য (যদি থাকে তাহলে এই প্রকল্প গ্রহনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করুন) : প্রযোজ্য নয়

১৫. প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে পূর্ণাঙ্গ সুফল পেতে কেন্দ্রীয় সরকার বা উপজেলার পক্ষ থেকে সম্পুরক আরও কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে :হবে : প্রযোজ্য নয়

১৬. প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে তার জন্য কি আয়োজন করতে হবে : প্রযোজ্য নয়

১৭. প্রকল্পটির ধারণা/ প্রস্তাবনা কিভাবে/ কোথা থেকে এসেছে : উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির সভা থেকে।

১৮. প্রকল্পটি আরম্ভ করার পূর্বে কোন জরিপ/ গবেষনা করা হয়েছে কি: না

১৯. প্রকল্প প্রণয়নের সময় নির্ধারিত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি?: হ্যাঁ

(সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)